Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 558 - 567
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অবিভক্ত বাংলায় পীর সূফি আবুবকরের (১৮৪৬ - ১৯৩৯) অবদান

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : hossaindrskjahangir@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Muslim community, Education, Students, School, Backwardness, Employment, Madrasa education, Women and Children Education,

Abstract
Abu Bakar was a cleric or pir of the Muslim community. He was born in 1846 AD at Furfura in Hooghly district of Bengal. He was a central figure in Muslim Bengal in the late nineteenth and early twentieth centuries. Various movements were formed around him at that time. He was able to make a special contribution to the spread of education in the Muslim society of Bengal. The education rate among Muslims in Bengal in the 19th century was very low. An account by A.F. Ahmed suggests that the level of education among Muslims in Bengal in the nineteenth century and even in the first half of the twentieth century was very poor and their backwardness considerable. According to Ahmed's calculations, in 1875 the number of Muslim students in schools in Bengal was 29% and the number of Hindu students was 71.1%. Muslim participation in higher education was even lower. In 1875, the number of Muslim students at the college level was 5.4% and Hindu students were 93.6%. Less than 2% of educated Muslims knew English. But the number of Hindu students knowing English was about 5%. The picture was almost the same in terms of employment. In 1871 the number of Muslim employees in Bengal was 5.9%. On the other hand, the rate of Hindus was 41%. Abu Bakar realized the backwardness of this education in Muslim society and devoted himself to spreading education among Muslims. He initially advocated the expansion of madrasa education, but eventually supported English education and science education. In the expansion of education, he established Old Scheme Madrasas, established New Scheme Madrasas, emphasized on women and children education, emphasized on the mother tongue Bengali education, sponsored the spread of newspapers, helped in the spread of spiritual education, etc. But why did he take all these measures? What steps did he take for this? What was the result? —Answers to all these questions are attempted in this article through analytical review.

Discussion

ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় মুসলিম সমাজে নবজাগরণ ঘটে অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিয়ে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা হয়। সৈয়দ আহমদ খান ও তার আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ যেমন উত্তর ভারতে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তেমনি বাংলায় আব্দুল লতিফ, আমির হোসেন প্রমুখের উদ্যোগে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে একটি পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে।[১] পাশাপাশি আবার নানা ধর্ম ও আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাও চলতে থাকে। ফলে বেশ কয়েক জন ব্যক্তির মধ্যে দুটি ব্যবস্থাকে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু মুসলিম সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ এর মধ্য দিয়ে আমুল পরিবর্তন ঘটেনি, ফলে ইসলামী শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় থাকতে কোন সমস্যাও ঘটেনি। মুসলিম সমাজে এই দ্বি-মুখি দাবির কথা ভেবে কোন কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের পথ বেছে নেন। এর মধ্যে আব্দুল লতিফের নাম উল্লেখ করা যায়। আব্দুল লতিফ ইংরেজি ও আরবি উভয় প্রকারের ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[২] এ পেপার অন মহমেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল নামক গ্রন্থে আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজের পার্থিব শ্রেণীর জন্য ইংরেজি এবং অপার্থিব মৌলবী শ্রেণীর জন্য বিশুদ্ধ আরবি ভাষা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। কেবলমাত্র আব্দুল লতিফ নন, মুসলিম সমাজে আধুনিকতার জনক হিসেবে চিহ্নিত স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁনও শিক্ষার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও দাবিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় মুসলিম সমাজে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার যে চর্চা ও প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাকে প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তর ভারতের দেওবন্দ আন্দোলন।[৩] এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে উত্তর ভারতে একাধিক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বাংলাতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং বাংলাতে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের গতি বৃদ্ধি পায়। হিন্দু সমাজের মতো বাংলায় মুসলমান সমাজে সামাজিক জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কার না থাকলেও নানা সামাজিক সমস্যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম সমাজের আর্থিক অবনতি, আধুনিক শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে নানা সামাজিক সমস্যা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, তালাক প্রথার অপব্যবহার প্রভৃতি মুসলিম সমাজের প্রাণ শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এই সময় মুসলিম সমাজে, এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজে সমস্ত সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে ধারণা গড়ে ওঠেছিল যে, সঠিক ভাবে ধর্মপালন করতে পারলে এই সমস্ত সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। ফলে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলায় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি ইসলামীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে ও নানা মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, বাংলায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার বা ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ঘটলেও ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় বিদ্যমান ছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটতে শুরু করে কিন্তু পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাও বহমান থাকে। কিছু ব্যক্তি আবার মুসলিম সমাজের প্রয়োজন ও দাবির কথা মাথায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আব্দুল লতিফ ছিলেন এই ধরনের সমন্বয়ী শিক্ষাধারার সমর্থক। কিন্তু আব্দুল লতিফ এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা মোটামুটি ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিংশ শতাব্দীতে এই সমন্বয়ী ধারাকে আরও শক্তিশালী করে যিনি গড়ে তুলেছিলেন তিনি হলেন ফুরফুরার পীর আবুবকর। আবুবকর প্রথম দিকে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার সমর্থক হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি পার্থিব প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকে সমর্থন করে তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেন।[৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে এই সমন্বয়ী শিক্ষা ধারাটি বিংশ শতাব্দীতে আরও সম্প্রসারিত রূপ লাভ করে আবুবকরের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে। এদিক দিয়ে আবুবকরকে বাংলায় এই ধরনের শিক্ষা সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে উত্তর ভারতে দেওবন্দের নেতৃত্বে যেমন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আন্দোলন ঘটেছিল, বাংলায় সেরকম জোরালো কোন আন্দোলন ঘটেনি। আমির হোসেন কেবলমাত্র ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা দীক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা মুসলিম সমাজে সম্প্রসারণের উপর জোর দেন। আব্দুল লতিফ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণের কথা বলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর আন্দোলনকে দেওবন্দের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। মুসলিম সমাজে ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণে তার ভূমিকা, তেমন ছিল না। ওয়াহাবী আন্দোলন এবং ফরাজি আন্দোলন বাংলায় যে প্রভাব ফেলেছিল তাতে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনেই আন্দোলনগুলি বেশি সচেষ্ট হয়।[৫] অ-ইসলামী রীতিনীতির বিলুপ্তি এবং ইসলামী আদব কায়দার পুনরাবির্ভাবের মধ্যে এই আন্দোলন দুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল, যদিও ওই আন্দোলন গুলির আর্থসামাজিক চরিত্র ছিল তথাপি সূচনা লগ্নে হলেও আন্দোলন গুলির মধ্যে এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষিত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনগুলির মধ্যে কোথাও ঐতিহ্যপূর্ণ মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়নি।[৬] ফলে উত্তর ভারতে ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওবন্ধ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলায় সেই কাজ অসমাপ্ত আকারে থেকে গিয়েছিল। ফুরফুরার পীর আবুবকর এই শূন্যতাটুকু পূরণ করার চেষ্টা করেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা : আবুবকরের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে জীবনীমূলক গ্রন্থ বেশ কিছু প্রকাশিত আছে। মুন্সি মোজাম্মেল হকের ১৩২১ বঙ্গাব্দে গনেশ পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত মাওলানা পরিচয়, তাঁর সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত একটি নামজাদা জীবনী মূলক গ্রন্থ। এতে আবুবকরের বংশপরিচয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেটি উর্দু ভাষায় লেখা ছওয়ানেহে উমরি, আবুবকরের খলিফা আব্দুল মাবুদ এটি রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর উপর বিস্তারিত আলোচনা আছে মাওলানা রুহুল আমীনের লেখা পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী গ্রন্থে। এটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাটের মাজেদিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। একই বৎসরে অপর খলিফা আব্দুস সাত্তার পীরসাহেবের জীবনী লেখেন। এগুলো সমস্তই জীবনীমূলক গ্রন্থ। আবুবকরের উপর গবেষণা মূলক গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়া গেলেও প্রায় একই রকম বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে, এরকম নমুনার অভাব নেই। এ কে নিজামি ১৯৮২-তে লিখেছেন ‘দি লাইফ এণ্ড টাইমস অফ শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া’, এটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ একই বৎসরে বারবারা ডি মেটক্যাফ ইসলামিক রিভাইভাল ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া : দেওবন্দ গ্রন্থ লিখেছেন। তবলিগ জামাতের উপর বই লিখেছেন যোগিন্দর সিকন্দ, যে গ্রন্থের নাম দি অরিজিনিস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দি তবলিগ জামাত (১৯২০-২০০০), ফ্রান্সিস রবিনসন, দি উলেমা অফ ফরেঙ্গি মহল (সি হুবস্ট অ্যান্ড কো পাবলিকেশন) লিখেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থে ইসলাম সংক্রান্ত নানা ব্যাক্তি, তাঁদের কাজ, প্রতিষ্ঠান ও দর্শনের উপর গবেষণা মূলক আলোকপাত করা হয়েছে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য : এই গবেষণা পত্রের লক্ষ্য হলো খুবই সুনির্দিষ্ট। আবুবকর ছিলেন একজন পীর, সুফি, ধর্ম সংস্কারক, ও শিক্ষা সংস্কারক। তিনি ছিলেন গান্ধী, এ কে ফজলুল হকের সমসাময়িক ও তাঁদের সঙ্গে আবুবকরের নানা সময় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন এই সময়ে ধর্মভীরু অবিভক্ত বাংলার মুসলিম জনগণের নেতা স্বরূপ। তাঁর কথা ও উপদেশে এই সময় মুসলিম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রভাবিত হতেন। সুতরাং এ হেন ব্যক্তির সমাজে অবদান কিরূপ ছিল, তা সমাজ ব্যবস্থাকে কোন দিকে পরিচালিত করেছিল- তা মানুষের জানা প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে যে সমস্ত শুভ দিক ছিল সেগুলোকে জনসম্মুখে তুলে ধরা এবং সেগুলিকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা যায় কিনা তা দেখা এবং তা জনসম্মুখে তুলে ধরা হল এই প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য।

মেথোডলজি বা পদ্ধতি : এই পেপার লেখার ক্ষেত্রে মেথোডলজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাথমিক উপাদানকে এবং প্রাথমিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে প্রাথমিক উপাদানের অভাব আছে, সেখানে গৌন উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে গর্ভমেন্ট ফাইল, সরকারি দলীল, সাক্ষাৎকার, ফিল্ড সার্ভে, প্রিয়োডিকালস্, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোচনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের দাবীকে মান্যতা দান করা হয়েছে। সাবজেক্টিভ হিস্ট্রির পাশাপাশি অবজেক্টিভ হিষ্ট্রির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

মুল অংশ :

ওল্ডস্কিম মাদ্রাসা গঠন : বাংলায় আবুবকর এর উদ্যোগে প্রায় কয়েক শত মাদ্রাসা মক্তব মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি নিজে ও তাঁর মুরিদগণ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল। তবে বাংলায় আবুবকরের এই উদ্যোগ নতুন কিছু ছিল না, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ফুরফুরার বিভিন্ন প্রান্তে নানা মাদ্রাসা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। আবুবকরের পূর্বপুরুষগণ ফুরফুরা ও অন্যান্য স্থানে মাদ্রাসা মক্তব স্থাপন করেন।[৭] তবে তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি যেমন ফুরফুরাকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন, তেমনি আবার তাঁর সময়ে বহু মাদ্রাসা সংস্কারও করা হয়েছিল। আবুবকরের পূর্বে ও পরে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে এত মাদ্রাসা স্থাপন বাংলায় আর কোনো সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এই ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষাগার স্থাপনাকে কিছুটা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

আবুবকর যে সমস্ত মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন তার একটা বড় মাদ্রাসা হল খারিজি মাদ্রাসা। যেখানে আরবি ভাষাকে প্রধান ভাষায় হিসেবে পাঠদান করা হয় এবং ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। বাংলায় ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা বলতে বোঝানো হয়, যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী, ধর্মীয় ভাষা ও ধর্মীয় আদব কায়দা, ধর্মীয় অনুশীলন, আচার আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়, সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবুবকর বাংলা আসামের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে বহু সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসাও ছিল। আবুবকর বাংলাদেশের রংপুরের নীলকামারীর অধীন বাঙালি পাড়াতে ওল্ড স্কিম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নিজে এই মাদ্রাসা তৈরিতে ২৫ টাকা অনুদান প্রদান করেন এবং এই মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে সাত হাজার টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। বাংলাদেশের নোয়াখালীর ইসলামিয়া মাদ্রাসাতে তিনি গমন করেন। এখানে তিনি ১৩২৪ টাকা অনুদান হিসেবে মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে প্রদান করেন। এটি ছিল একটি বৃহৎ ওল্ডস্কিম মাদ্রাসা, আবুবকরের সাহায্য এই মাদ্রাসার উন্নতিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিল। আবুবকর বগুড়াতে মোস্তফাবিয়া মাদ্রাসার স্থাপন করেন। এটি একটি উচ্চাঙ্গের মাদ্রাসায় পরিনত হয়। বাংলাদেশের বরিশালের শর্ষিনার মাওলানা নেছার আহমদ যিনি আবু বকরের একজন অন্যতম খলিফা ছিলেন তাঁর বাড়িতেও আবুবকর একটি ওল্ড স্কিম সিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৮]

আবুবকর নিজ গ্রাম ফুরফুরাতেও কতগুলি ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর অসংখ্য মুরিদ ও অনুগামী ভক্ত আছেন, তিনি যদি নিজ গ্রামে ওল্ড স্ক্রিম মাদ্রাসা স্থাপন করেন তবে তা মুরিদদের নিকট দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হবে এবং তারাও নিজে বাটিতে বা গ্রামে অনুরূপ ধরনের ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনে উৎসাহ বোধ করবেন। তাছাড়া আবুবকরের পূর্বপুরুষ মনসুর বাগদাদী ও মোস্তফা মাদানীর সময়কাল থেকে ফুরফুরায় বেশ কিছু ইসলামীয় শিক্ষাগার, মসজিদ, মেটে মসজিদ, মক্তব, খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৯] ফলে শুরু থেকেই আবুবকর ফুরফুরায় ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে বড় হয়েছিলেন, এই কারণে পরিণত বয়সে তিনি ইসলামীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুকূলে পরিবেশকে আরো প্রসারিত করে গ্রামের সকলের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন। আবুবকর ফুরফুরাতে যে সমস্ত মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন সেগুলি হল ফুরফুরা আলিয়া ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, হাদিসের দাওরা, তাছাওয়াপ শিক্ষাগার, খানকা শরিফ ইত্যাদি।

আবুবকর যে সমস্ত মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন তার বেশির ভাগটায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। এগুলি হল সৈয়দপুরের সিনিয়র মাদ্রাস, মির্জা কালুর জমাতে সিয়ম সিনিয়র মাদ্রাসা, তেলিখালির মাদ্রাসা, চরকাউয়ার মাদ্রাসা, মেহেরগঞ্জের সিনিয়র মাদ্রাসা, বগুড়ার বড় মেহার ও বামুজার মাদ্রাসা, রংপুরের মাঠের বাজার, তবকপুর মাদ্রাসা, নোয়াখালীর মীর আহমেদপুরের মাদ্রাসা, এখানকার পাঁচবেড়িয়ার এতিমখানা মাদ্রাসা, ফেনি সিনিয়র মাদ্রাসা, বগুড়ার

মুরাইল জোড়া ও দামগড়া মাদ্রাসা ইত্যাদি।[১০] আবুবকর আরো কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন যেগুলি হল- পাবনার তারাবেরিয়া, উলট, হাদোল, পুষ্প পাড়া ও ধূলউড়ি মাদ্রাসা, খুলনার ষাট গম্বুজ মাদ্রাসা ইত্যাদি। এছাড়াও আবুবকর বাংলার বিভিন্ন স্থানে আরো কতগুলি মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে দিনাজপুরের চন্দনবাড়ি, নদীয়ার মামবেড়িয়ার মাদ্রাসা, হুগলির পাঁচলার মাদ্রাসা, কলকাতার দক্ষিণে এনায়াত নগরের মাদ্রাসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আবুবকর কেন ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন তার পিছনে কতগুলি কারণ আছে, ১) যেহেতু এই মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা বেশি করে প্রদান করা হয় তাই তিনি এই মাদ্রাসা স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে মুসলিমরা শিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে ধর্ম কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। এর ফলে বাংলায় ইসলাম ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় বা মজবুত হবে বলে তিনি মনে করেন। ২) ব্রিটিশ যুগে বাংলায় মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খারাপ। বেশিরভাগ মুসলিম পরিবার ছিলেন কৃষিজীবি ও ছোট ব্যবসায়ী এবং দিনমজুর। ফলে তাদের পক্ষে ভিন্নতর ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও তার পরিচর্যা করা সম্ভব ছিল না, কেননা এই পরিকাঠামাকে নতুন করে সাজিয়ে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল এবং তা ছিল ব্যয় সাপেক্ষ, অন্যদিকে মুসলিম সমাজে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রদানের একটি ঐতিহ্য আগের থেকেই গড়ে উঠেছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রামের মৌলভী-আলেম সম্প্রদায় শিক্ষা প্রদান করতেন এবং তারা মজুরি হিসেবে খুবই কম অর্থ গ্রহণ করতেন, কেননা এখানে শিক্ষক বা ওস্তাদ মনে করতেন যে মুসলিম ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে তিনি কিছু পূর্ণ সঞ্চয়ও করছেন, ফলে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির কঠোরতা এখানে ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিকে ব্যবহার করা হত এবং এর বই পত্র ছিল ঐতিহ্যবাহী কিছু ইসলামীও গ্রন্থ। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার খরচ খরচা পরিচালনা অপেক্ষা ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার খরচ খরচা পরিচালনা তুলনামূলকভাবে মুসলিম সমাজের পক্ষে সহায়ক, তাই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনোনিবেশ করেন।

নিউ স্কিম মাদ্রাসা গঠন : বিংশ শতকের বিশ্বের দশক থেকে আবুবকর এর মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তিনি ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা স্থাপনের পাশাপাশি নিউ স্কিম মাদ্রাসা গঠনকেও সমর্থন করেন। একটা সময়ে মৌলভী আবুনছর ওহিদ মুমিন কমিটি নিউ স্কিম মাদ্রাসা গঠন করতে চাইলে তিনি তার বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে তোলেন কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে তিনি নিউ স্কিম মাদ্রাসা গঠনকে সমর্থন করেন। নিউ স্কিম মাদ্রাসার প্রতি আবুবকরের এই আপোষমুখী মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে কতগুলি কারণ ছিল– ১) আবুবকর উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা মেনে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা ইংরেজদের আবির্ভাবের ফলে যে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভাষার আগমন ঘটেছিল তার সঙ্গে মুসলিম সমাজের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ২) মুসলিম সমাজ নিউ স্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করে মুসলিমরা আরবি ফারসির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় তথা ইংরেজি, দর্শন, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে চাকুরী লাভ করুক ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা তিনি চাইতেন অর্থাৎ একটা বৈষয়িক সুবিধা অর্জন করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মুসলিম সমাজের যাতে ঘটে, তার জন্য নিউস্কিম মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছিলেন। ৩) আবুবকর রাজনীতির উলেমাকরণ এর সমর্থক ছিলেন অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে আলেম হয়ে উঠুক এবং এদের একটি অংশ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নিজ শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটান। কিন্তু আলেম শ্রেণি যদি শুধুমাত্র ওল্ড স্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন তবে তারা আরবি ফারসি বিষয়ে দক্ষ হবেন কিন্তু তারা যদি নিউ স্কিম মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন তবে আরবি ফার্সির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, দর্শন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা লাভ করতে পারবেন ও দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন। ফলে তাদের দ্বারা যেমন আদর্শ রাজনীতি সম্ভব হবে তেমনি সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোও সম্ভব হবে। ৪) মুসলিমগণ ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলে ব্রিটিশ এর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।মুসলিম সমাজের দাবি দাওয়া গুলি ব্রিটিশ সরকারের নিকট তারা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। যুক্তি তর্ক দিয়ে মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে পারবেন বলে আবুবকর মনে করতেন। তিনি ইংরেজদের নিকট কয়েকবার এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতার মসজিদের নিকট দিয়ে হিন্দুদের শোভাযাত্রা যাওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ঘটে। আবুবকর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই সমস্যার সমাধানের জন্য আব্দুর রহিম এ কে ফজলুল হক প্রমুখের সঙ্গে সরকারের নিকট দেখা করেন। উভয় পক্ষে নেতাগণ ইংরেজিতে কথোপকথন করেন কিন্তু আবুবকর কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে তিনি বিরক্ত হন এবং বলে ওঠেন যে, আমাকে কেন ডাকা হয়েছে? আবুবকর কি ইংরেজি বুঝতে পারে? আপনারা বাংলা উর্দুতে কথা বলেন না কেন? তিনি বলেন যে তিনি উর্দুতে কথা বলছেন তাঁরা তার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলুন, অতঃপর সরকার তাঁর সঙ্গে বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করেন। সুতরাং আধুনিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

আবুবকর ফুরফুরাতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একটি নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[১১] বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মুরিদগণ ও খলিফাগণ বেশ কিছু নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আবুবকরের সমর্থন না থাকলে বঙ্গ আসামের বিভিন্ন স্থানে এত নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। সাধারণত বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করে ইংরেজি শিখলে তাদের সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার খুব বেশি সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। কেননা এখানে কর্তৃপক্ষ ইংরেজির সঙ্গে ফারসি কিংবা আরবি পড়ার ব্যবস্থা করেন না। কিন্তু নিউ স্কিম মাদ্রাসা গুলিতে তা পড়ানো হয়। নিউ স্কিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে আবুবকরকে যারা সাহায্য করেছিলেন তারা হলেন তৎকালীন বাংলার শিক্ষা মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন, ইন্সপেক্টর মৌলভী ইব্রাহিম, ডাইরেক্টর খান বাহাদুর, মাওলানা মোঃ আসানুল্লাহ, স্কুল ইন্সপেক্টর রায় বাহাদুর কে. সি. রায়, মোহাম্মদ মাজিদ, মাওলা বক্স, ডাইরেক্টর টেলার প্রমুখ। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে আবুবকর এদের অনেকের সাহায্য নিয়ে নিউ স্কিম জুনিয়র মাদ্রাসাকে ফুরফুরা হাই মাদ্রাসায় উন্নীত করেন এবং মাসিক দেড়শত টাকা মাদ্রাসার পঠন-পাঠনের জন্য সরকারী সাহায্য হিসেবে লাভ করেন। তিনি মাদ্রাসার গৃহনির্মাণের জন্য সরকার থেকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য পান এককালীন এবং নিজে থেকে আরও ছয় হাজার টাকা দান করে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করেন। ডিসেম্বর মাসে এই গৃহ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল। ফুরফুরার সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা এই দুটি মাদ্রাসা ছিল আবুবকরের অত্যন্ত প্রিয় মাদ্রাসা। স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি মাদ্রাসার ভবিষ্যতের খরচ পরিচালনা করার জন্য আবুবকর তাঁর আটাশ হাজার টাকার সম্পত্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে মাদ্রাসার নামে ওয়াকফ করে দেন। যাঁরা দানশীল ব্যক্তি, যাকাত প্রদান করেন তারা যাতে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনার জন্য দান প্রদান করেন এবং তা যাতে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও খরচ করা যায় তার সুবন্দো ব্যবস্থা তিনি করেন।[১২] এছাড়াও আবুবকর মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে নিউ স্কিম মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। দূরাগত ছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য তিনি বোডিং এরও ব্যবস্থা করেন। তাদের খাওয়া পরার বন্দোবস্তের জন্য লাখিরাজ সম্পত্তি থেকে খরচ খরচা প্রদান করা হত। এমনকি স্থানীয় ব্যক্তিদের জায়গির হিসাবে ছাত্রদের রাখতে হত।

নারী ও শিশু শিক্ষার প্রসার : আবুবকর নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণ বিশেষভাবে ঘটেনি। ফলে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা, বিশেষ করে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। নানা মুসলিম পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে মত পোষণ করা হয়। ইসলাম দর্শন পত্রিকা এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অংশগ্রহণ নগণ্য। এর মধ্যে নারীদের অবস্থা ছিল আরো পিছিয়ে। এই পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যদিয়ে মুসলিম সমাজে আর্থিক উন্নয়ন ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে এই সমাজ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১৩] সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্য শিক্ষাকে দায়ী করা হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, অমুসলমানদের তুলনায় মুসলমানদের চাকুরীর হার খুবই নগণ্য। প্রতিবেদনে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এখানে বলা হয় যে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আবগারি বিভাগে শতকরা হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬৩ জন, সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। শিক্ষাবিভাগে কর্মরত হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৭০ জন, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩০ জন। কৃষি বিভাগে শতকরা ৯৪ জন হিন্দুদের সংখ্যা থাকলেও মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। এইভাবে চিকিৎসা বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, বনবিভাগের সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। স্ত্রী শিক্ষার জন্য গভর্মেন্ট ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তার মধ্যে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা হিন্দু সমাজের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল বলে পত্রিকায় বলা হয়।[১৪] নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে শতকরা হিন্দু বালিকার সংখ্যা ছিল ৪০ জন এবং মুসলিম

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বালিকার সংখ্যা ছিল বেশি ৬০ জন। হাই স্কুলে হিন্দু বালিকার সংখ্যা ছিল ৯৪ জন সেখানে মুসলিম বালিকার সংখ্যা ছিল ৬ জন শতকরা। মিডল স্কুলে হিন্দু বালিকার সংখ্যা ছিল ৯৫ জন এবং মুসলিম বালিকার সংখ্যা ছিল শতকর ৫ জন, এটি ১৯২৪ এর পরিসংখ্যান।[১৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে হিন্দু ছাত্রী অপেক্ষা মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা বেশি, তার কারণ হল ছোট ছোট মাদ্রাসা মক্তবের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট বেশি। দাবি করা হয় যে প্রাথমিকে পর্দা প্রথা ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হত বলে মুসলিমগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের প্রেরণ করত, কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রীদের মধ্যে পর্দার অভাবে হেতু এর সংখ্যা কমে যায়। সমসাময়িক মুসলিম পত্রিকাগুলিতে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে পর্দা ব্যবস্থায় হল মুসলিম ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার একটা অন্যতম কারণ। তাই আবুবকর মহিলাদের শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি মনে করেন যে, একটি সংসার সঠিকভাবে পরিচালিত হতে গেলে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করা আগে প্রয়োজন, তিনি বলেন যে মায়েরা প্রকৃত আদর্শবান সচ্চরিত্রবান হলে, শিক্ষিত হলে তবে ছেলেমেয়েরা আদর্শবান ও চরিত্রবান এবং শিক্ষিত হবে। তাই নারীদের শিক্ষা আগে প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে পুত্র ও কন্যাদের আরবি শিক্ষা দেবেন, নারীকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হনোর হেকমত শিল্প ভাষা ইংরেজি বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দেবেন।[১৬] আবুবকর শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং শুধুমাত্র পুত্র সন্তানের শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দেননি, পাশাপাশি কন্যা সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের কথাও বলেছেন বরং নারীদের শিক্ষা গ্রহণের উপর তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কেননা তারা সন্তান-সন্ততি লালন পালন করেন ও তাদের শিক্ষা প্রদান করেন। আবুবকর ফুরফুরায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিদ্দিকিয়া গার্লস মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করে।

আবুবকরের নারী শিক্ষা নীতির মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় ছিল— ১) তিনি পর্দার সঙ্গে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। ২) শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেন। ৩) উচ্চ শিক্ষালয় গুলিতে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলেন। ৪) মহিলাদের ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। ৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষা প্রদানের উপর জোর দেন।বালিকা নুর নামে স্ত্রী শিক্ষার জন্য তাঁর তত্ত্বাবধানে একটি বই লিখিত হয়েছিল। ৬) আবুবকর শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন। তিনি জানতেন যে আজকের শিশু হল, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুদের ছোট বয়স থেকে যাতে সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা যায় তার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেন। এ জন্য তিনি বালক নুর নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ছোট ছোট বিদ্যালয় মাদ্রাসা বিভিন্ন খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে অনেকগুলো মক্তবও ছিল।

বাংলা ভাষা চর্চা : আবুবকর একজন উলেমা ছিলেন। আলেম বা উলেমারা আরবি ফার্সি ভাষার উপর গুরুত্ব দেন।[১৭] আবুবকর একজন উলেমা হয়ে আরবি ফার্সির পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তিনি বাংলা মাতৃভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মনে হয়েছে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বা ব্যক্তিরা বা শিক্ষার্থীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কি ধর্মীয় শিক্ষা কি সাধারণ শিক্ষা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা জরুরী। এর মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেন। আবুবকর নিজে এবং তার খলিফা ও মুরিদগণ বিভিন্ন স্থানে যে ওয়াজ নসিয়ত প্রদান করেন সেখানে কোরআন হাদিসের কথা আলোচনা করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার উপর গুরুত্ব দেন।[১৮] তিনি তার অসিয়তনামাতে প্রচার করেন যে, কোরআন হাদিসের কথা যে আলোচনা হবে আরবি ফার্সির পাশাপাশি যেন বাংলাতেও তা করা হয়। মসজিদগুলিতে সাপ্তাহিক জুম্মার নামাজ পাঠ করা হয় তার পাঠ করার পূর্বে যে খুতবা দেওয়া হত, তা ফার্সি ভাষায় পাঠ করা হত। আবুবকর ফতোয়া প্রকাশ করেন যে তা পাঠ করা হলেও বাংলা ভাষায় তার তরজমা করে শ্রোতা মন্ডলীকে বুঝিয়ে দেয়া হোক তা না হলে জনগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। বাংলা ভাষাকে কি শিক্ষাঙ্গন কি ধর্মাঙ্গন সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপর তিনি জোর দেন। তিনি বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বই রচনা করেন যেমন মিলাদে মোস্তফা, মাযহাব মীমাংসা, কাঁদিয়ানি রোধ,

ইসলাম ও সংগীত ইত্যাদি। আবুবকরের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশনা হয়েছিল যেমন— ইসলাম প্রচারক, সুধাকর, সুলতান, নবনুর, শরীয়ত ইসলাম, মুসলিম হিতৈসী, ইসলাম দর্শন ইত্যাদি।[১৯]

ফলাফল : আবুবকরের শিক্ষা নীতি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, আবুবকর যখন শিক্ষা সংস্কারে বা মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে হস্তক্ষেপ করেন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, সেই সময়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার হার ছিল নগণ্য এবং ঐতিহ্যগত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাতিত সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে মুসলিমরা পড়াশোনা করতে পারে, তার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। উক্ত সময়ে মুসলিম সমাজে যতটুকু শিক্ষার প্রচলন ছিল তা ছিল ধর্ম ভিত্তিক।[২০] তবে এর বাইরে খুব সামান্য পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থী ছিল বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে, শহরাঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের ঝোঁক ছিল বেশি। এই পটভূমিকায় আবুবকর কর্ম জগতে প্রবেশ করেন এবং তার কর্মসূচির মধ্যে মুসলিম সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণ একটি বিষয় হয়ে ওঠে। তবে আবুবকর প্রথমদিকে গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করেন এবং পুরাতন পন্থী মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। যেহেতু তিনি ধর্ম গুরু বা ধর্ম নেতা ছিলেন আর যেহেতু ওল্ড স্কিম মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা বেশি করে প্রদান করা হত, তাই স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে তিনি ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা গুলোকে সমর্থন করেন প্রথম দিকে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকে গিয়ে প্রধানত মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি নিউ স্কিম বা নতুন পন্থী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। নিউ স্কিম মাদ্রাসাগুলিতে আরবি ফার্সি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান পড়ানো হত। ফলে মুসলিমদের যুগোপযোগী শিক্ষার কথা ভেবে তিনি নিউ স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমর্থন করেন। এমনকি তিনি নিজে বাল্যকালে নিজের ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ না করলেও অগ্রগতির স্বার্থে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে সমর্থন করেন।[২১] এদিক দিয়ে আবুবকর ছিলেন সমন্বয়ী মানসিকতার প্রতীক। শিক্ষার ক্ষেএে তাঁর সমন্বয়ী মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যেটা তার পূর্বসূরী আব্দুল লতিফের মধ্যেও দেখা যায়। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে কোন কোন পক্ষ থেকে ফুরফুরার পীরকে কট্টরপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ যুগউপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি কট্টর পন্থী মনোভাবের বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। নীতিগুলির মধ্যে যেগুলি ন্যায়নীতি রক্ষার উপযোগী অনুশাসন তিনি সেগুলিকে অনমনীয় মনোভাব নিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছেন, শুধুমাত্র এই কারণে তাকে কট্টরপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। ন্যায় নীতির সমর্থক হিসেবে রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সকলেই অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন, আবুবকরের মধ্যে এই মানসিকতাই লক্ষ্য করা গেছে। তাই তাঁকে কট্টরপন্থী হিসেবে চিহ্নিত না করে সমন্বয়ী মনোভাবাপন্ন আপোষপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করায় শ্রেয়।

ফুরফুরার পীর আবুবকরের শিক্ষা নীতি যে বহুমুখী ও সামাজিক প্রয়োজন ভিত্তিক ছিল তার বহু নমুনা পাওয়া যায়। তিনি নিজে গ্রামে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে একাধিক মাদ্রাসা স্থাপন করে তিনি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা করেছেন। নারী ও শিশু শিক্ষা প্রসারের দিকে লক্ষ্য দিয়ে তিনি মুসলিম সমাজের প্রতি তার সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণত উলেমা শ্রেণী নারী শিক্ষার দিকে সেভাবে লক্ষ্য দিতেন না, তিনি নিজে একজন উলেমা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তবে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বিষয়টির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হল শালীনতা অর্থাৎ মেয়েদের পর্দার সঙ্গে বা সম্ভ্রমের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছিলেন এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি মেয়েদের পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যাধুনিক ছিল বলেই মনে হয়, কারণ আজও বিভিন্ন স্থানে যেখানে পরিকাঠামো আছে বা পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব সেখানে বালিকা বিদ্যালয়, গার্লস কলেজ, গার্লস ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে। আবুবকর আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুসরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা নীতি যে বহুমুখী ছিল বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ভাবনা ও কর্মসূচির সহবস্থান তার প্রমাণ দেয়। গান্ধীর শিক্ষা নীতিতে দেহ মন আত্মার সার্বিক উন্নতি সাধনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ছিল, তাই তাঁর শিক্ষা নীতির সঙ্গে আবুবকরের শিক্ষানীতির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

Reference:

১. হোসেন, সৈয়দ আমীর,খাঁন, বাহাদুর, পমফেট অফ সৈয়দ আমীর হোসেন অ্যাণ্ড মহম্মদান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, রোজারিও অ্যাণ্ড কোম্পানী, ক্যালকাটা, ১৮৮২, পৃ. ২

২. লতিফ, নবাব আব্দুল, এ সট অ্যাকাউন্ট অফ হিজ্ লাইফ, থাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী, ক্যালকাটা, ১৯১৫, পৃ. ২৬২

৩. মেটকাফ, বারবারা ডেলি, ইসলামিক রিভাইভাল ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া: দেওবন্দ, ১৮৬০-১৯০০, প্রিন্সেটন, নিউজার্সি, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৪২, পৃ. ১৩৬

৪. আমীন, রুহুল, হজরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, বসিরহাট, মাজেদিয়া প্রেস, ১৯৩৯, পৃ. ৩৩

৫. হাডি, পিটার, দি মুসলিমস অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, কেম্ব্রিজ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃ. ৫২-৫৩

৬ .তদেব, পৃ. ৫৫

৭. হক, মুন্সি মোজাম্মেল, মাওলানা পরিচয়, কলিকাতা, গনেশ পুস্তকালয়, ১৩২১, পৃ. ২২

৮. ফরিদি, আব্দুল হক, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫-৪১

৯. আমীন, রুহুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

১০. তদেব, পৃ. ৩২

১১. তদেব, পৃ. ১২২

১২. রহমানী, মোবারক আলি, ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, প্রিন্টেক্স ইণ্ডিয়া, ১৯৮৪, পৃ. ১৬

১৩. বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন, ক্যালকাটা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৮৪-১৮৮৫, পৃ. ১১৮

১৪. ইসলাম দর্শন, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৮৭

১৫. ইসলাম দর্শন, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩১, পৃ. ৮৯

১৬. হোসেন, সৈয়দ আমজাদ, অসিয়তনামা, ফুরফুরা, কানায়াত লাইব্রেরী, ২০০৮, পৃ. ১০

১৭. বাহাউদ্দীন, সৈয়দ, বাংলার শ্রেষ্ঠ উলেমাদের জীবন ও কর্ম: একশো বছরের ইতিহাস(১৯০১-২০০২), ফুরফুরা, দি কম্পিউটার পয়েন্ট, ২০০৯, পৃ. ১১

১৮. তদেব, পৃ. ১০

১৯. ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭, পৃ. ৪৩২

২০. হান্টার, উইলিয়াম, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, (আনিসুজ্জামান অনুদিত), ঢাকা, খোসরোজ কিতাবমহল, ১৯৭৫, পৃ. ১১১-১১২

২১. সিদ্দিকি, বাকিবিল্লাহ, পীরসাহেবের জীবন চরিত্র, পাবনা, হেরা পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃ. ১২

Bibliography:

প্রাথমিক উপাদান :

বেঙ্গল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন, ক্যালকাটা, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৮৪-১৮৮৫

ইসলাম দর্শন, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩১

ইসলাম দর্শন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৭

গৌণ উপাদান :

হোসেন, সৈয়দ আমীর,খাঁন, বাহাদুর, পমফেট অফ সৈয়দ আমীর হোসেন অ্যাণ্ড মহম্মদান এডুকেশন ইন বেঙ্গল, রোজারিও অ্যাণ্ড কোম্পানী, ক্যালকাটা, ১৮৮২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 558 - 567
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লতিফ, নবাব আব্দুল, এ সট অ্যাকাউন্ট অফ হিজ্ লাইফ, থাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী, ক্যালকাটা, ১৯১৫
মেটকাফ, বারবারা ডেলি, ইসলামিক রিভাইভাল ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া: দেওবন্দ, ১৮৬০-১৯০০, প্রিন্সেটন, নিউজার্সি, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৪২
আমীন, রুহুল, হজরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, বসিরহাট, মাজেদিয়া প্রেস, ১৯৩৯
হক, মুন্সি মোজাম্মেল, মাওলানা পরিচয়, কলিকাতা, গনেশ পুস্তকালয়, ১৩২১
ফরিদি, আব্দুল হক, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫
রহমানী, মোবারক আলি, ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, প্রিন্টেক্স ইণ্ডিয়া, ১৯৮৪
হোসেন, সৈয়দ আমজাদ, অসিয়তনামা, ফুরফুরা, কানায়াত লাইব্রেরী, ২০০৮
বাহাউদ্দীন, সৈয়দ, বাংলার শ্রেষ্ঠ উলেমাদের জীবন ও কর্ম: একশো বছরের ইতিহাস(১৯০১-২০০২), ফুরফুরা, দি কম্পিউটার পয়েন্ট, ২০০৯
হান্টার, উইলিয়াম, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, (আনিসুজ্জামান অনুদিত), ঢাকা, খোসরোজ কিতাবমহল, ১৯৭৫
সিদ্দিকি, বাকিবিল্লাহ, পীরসাহেবের জীবন চরিত্র, পাবনা, হেরা পাবলিকেশন, ১৯৭৩